৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলা

লেকচার: ০২

টপিক:
শব্দ গঠন-সমাসযোগে শব্দ গঠন, সন্ধিযোগে শব্দ গঠন, পদ-প্রকরণ ও পদের ব্যবহার, দ্বিরুক্তির মাধ্যমে শব্দ গঠন, পদাশ্রিত নির্দেশকের মাধ্যমে শব্দ গঠন, বচনের মাধ্যমে শব্দ গঠন।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

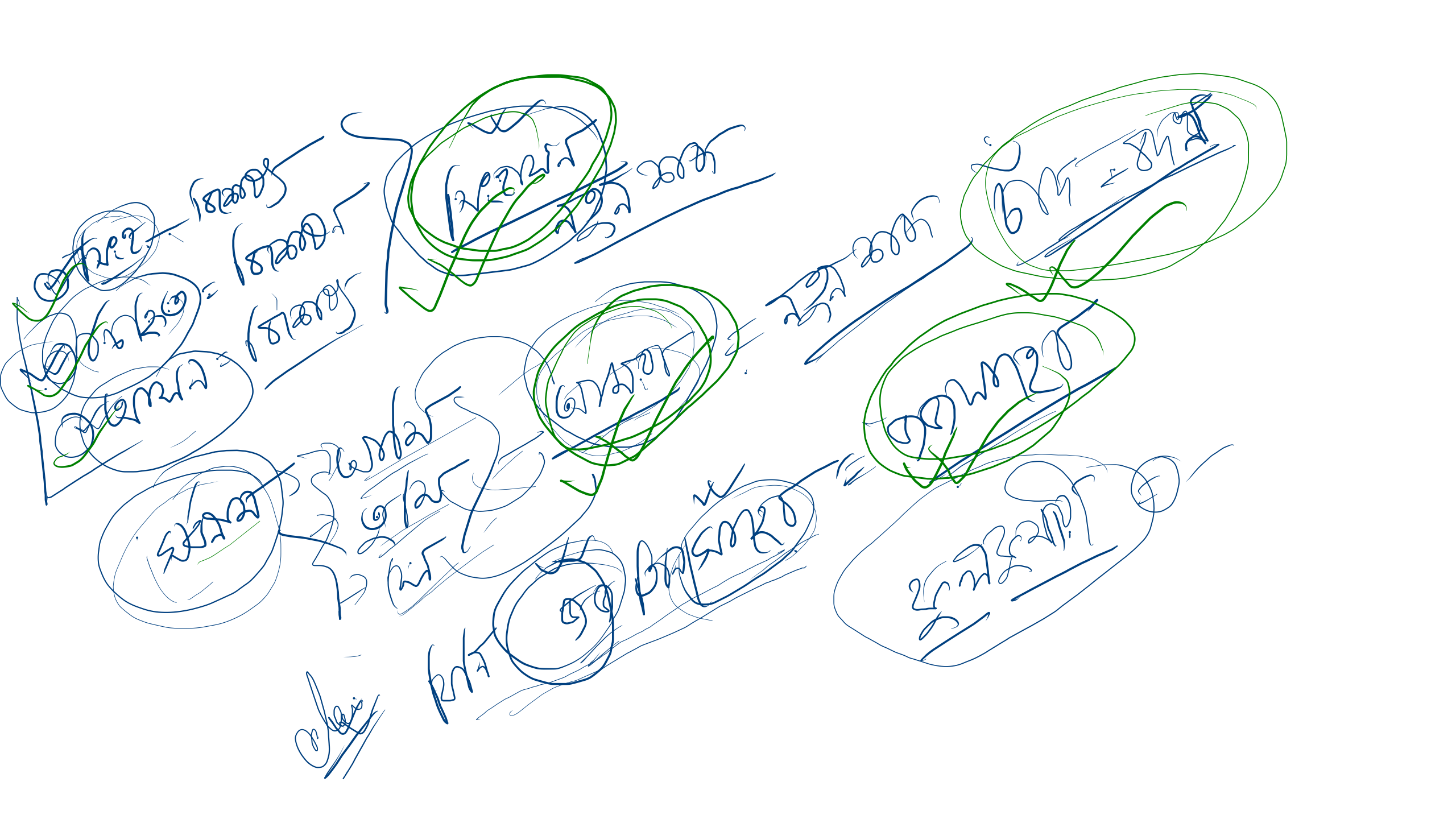

সমাসযোগে শব্দ গঠন

❖ **সমাস:** সমাস শব্দের অর্থ মিলন, সংক্ষেপন, একাধিক পদের একপদীকরণ। পাশাপাশি – অর্থ সংগতি বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদের একপদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। **যেমন -**

➲ মহান যে নবী = মহানবী

➲ পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ

➲ সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন।

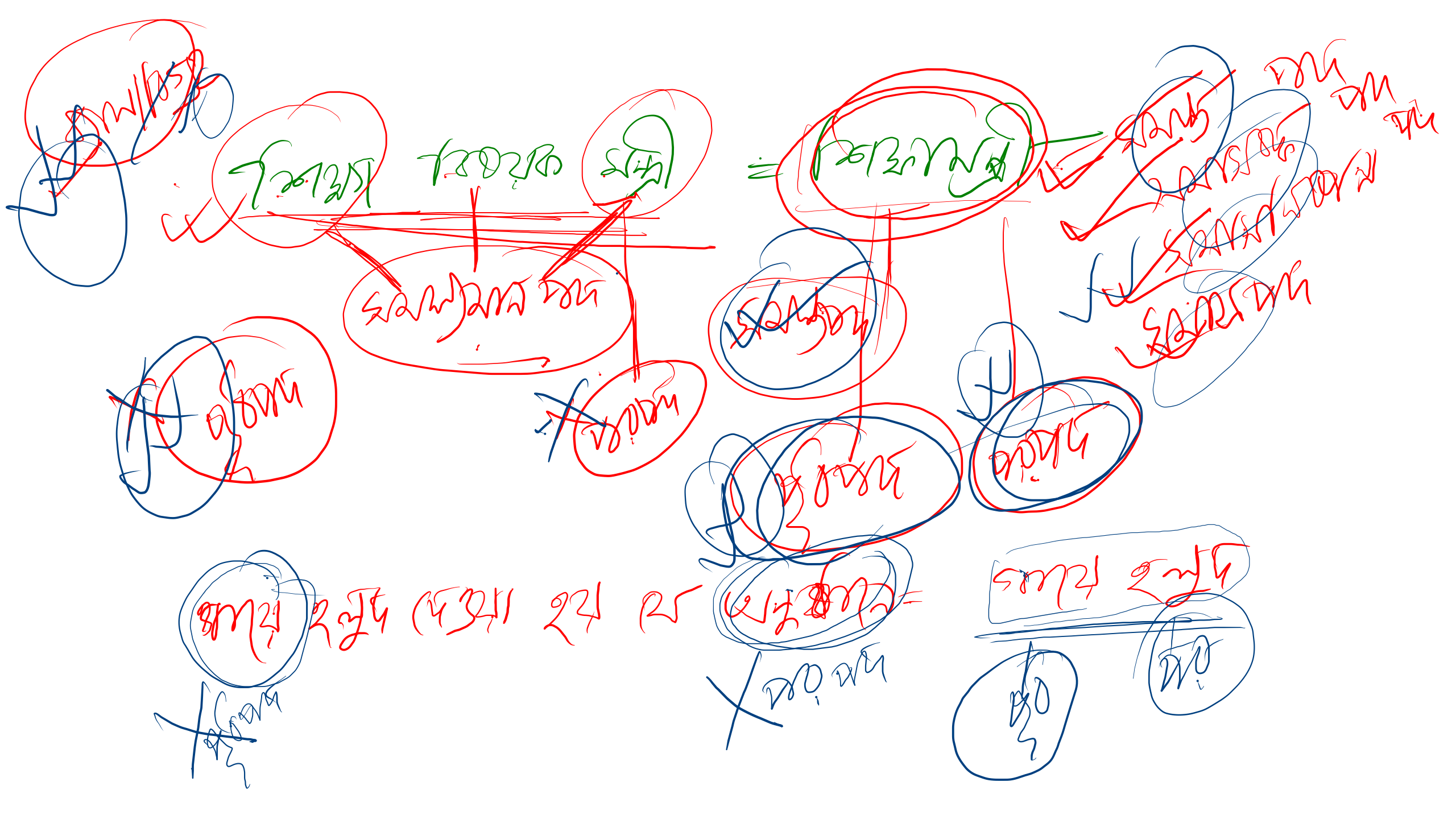

সমাসযোগে শব্দ গঠন

সমাসের কয়েকটি পরিভাষা	
সমস্তপদ	সমাসবদ্ধ বা সমাস নিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্তপদ।
সমস্যমান পদ	যে যে পদে সমাস হয়, তাদের প্রত্যেককে সমস্যমান পদ বলে।
পূর্বপদ	সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশকে পূর্বপদ বলে।
পরপদ	সমাসযুক্ত পদের পরবর্তী অংশকে বলা হয় পরপদ/উত্তরপদ।
সমাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য বা ব্যাসবাক্য	সমস্ত পদকে ভাঙলে যে বাক্যাংশ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় ব্যাসবাক্য।

সমাসযোগে শব্দ গঠন

❖ **দ্বন্দ্ব সমাসঃ** দ্বন্দ্ব সমাসে **উভয় পদের** অর্থের প্রাধান্য থাকে। **যেমন-**

➲ মা ও বাবা = মা-বাবা

➲ অহি ও নকুল = অহি-নকুল

➲ হাট ও বাজার = হাট-বাজার

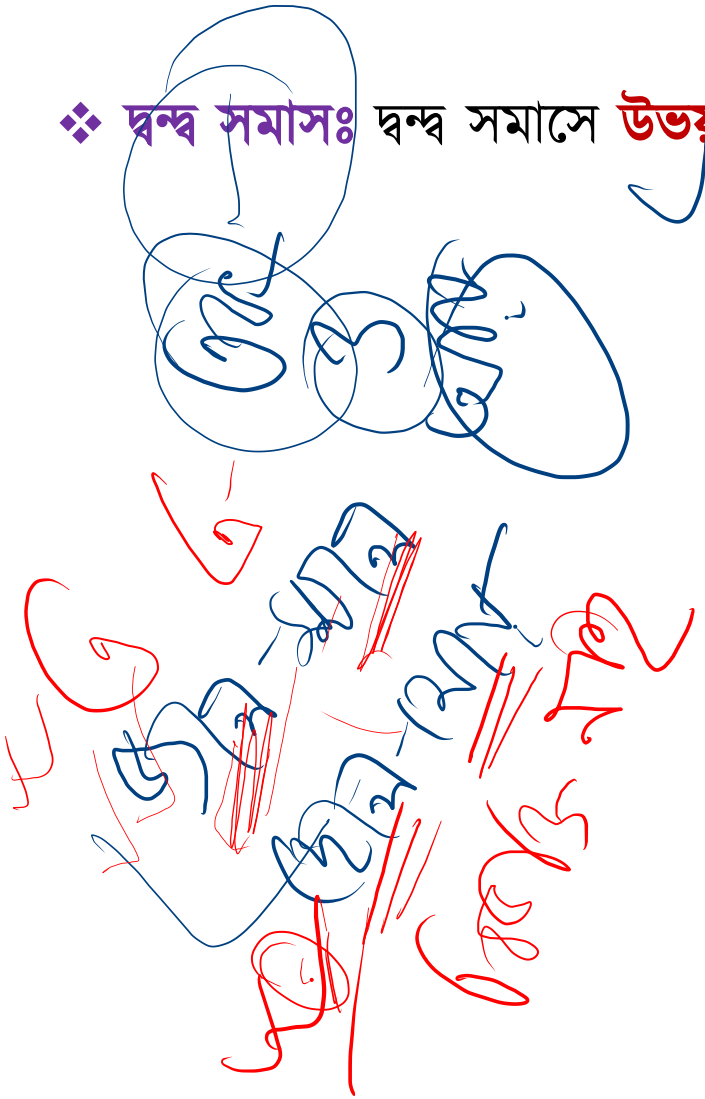

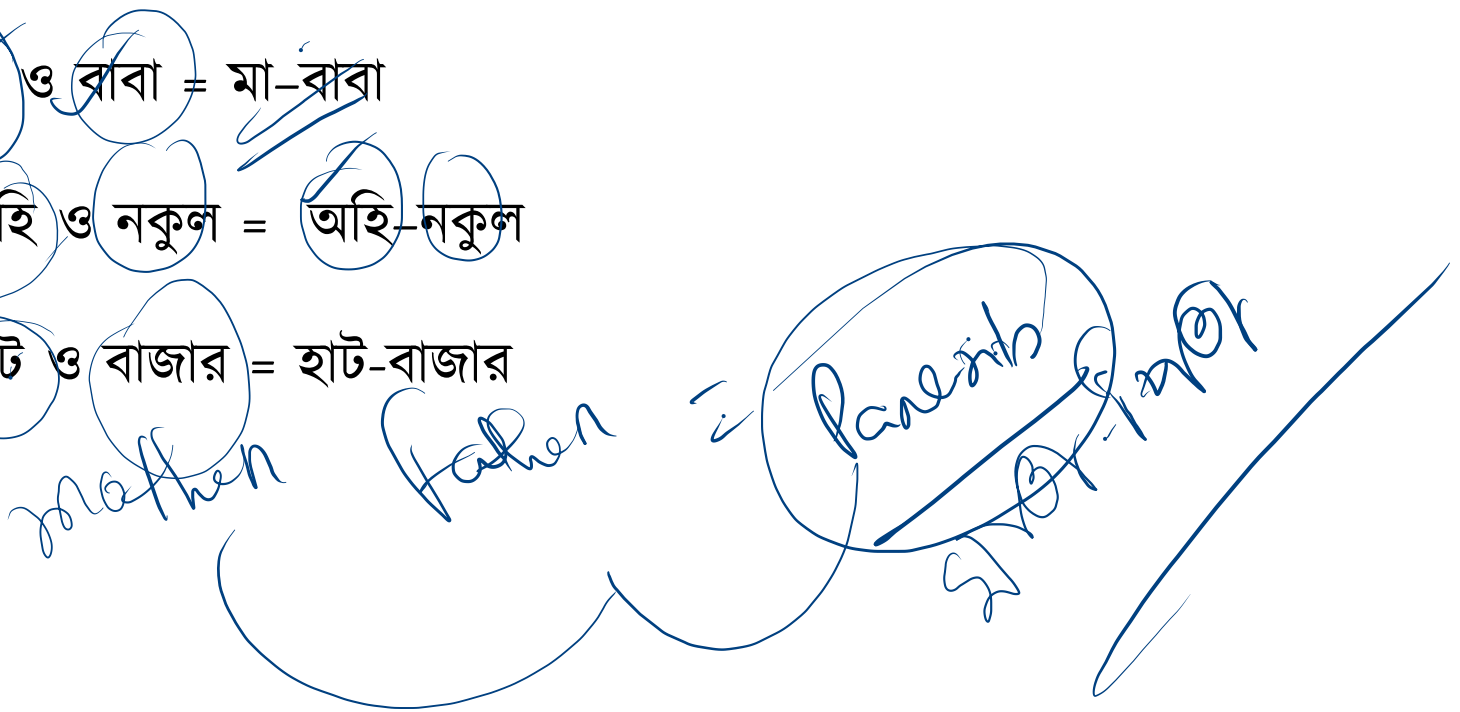

সমাসযোগে শব্দ গঠন

❖ **কর্মধারয় সমাস:** কর্মধারায় সমাসে সমস্তপদে পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকে। যেমন –

- সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন
- ঘরে আশ্রিত জামাই = ঘরজামাই
- কাজলের ন্যায় কালো = কাজলকালো

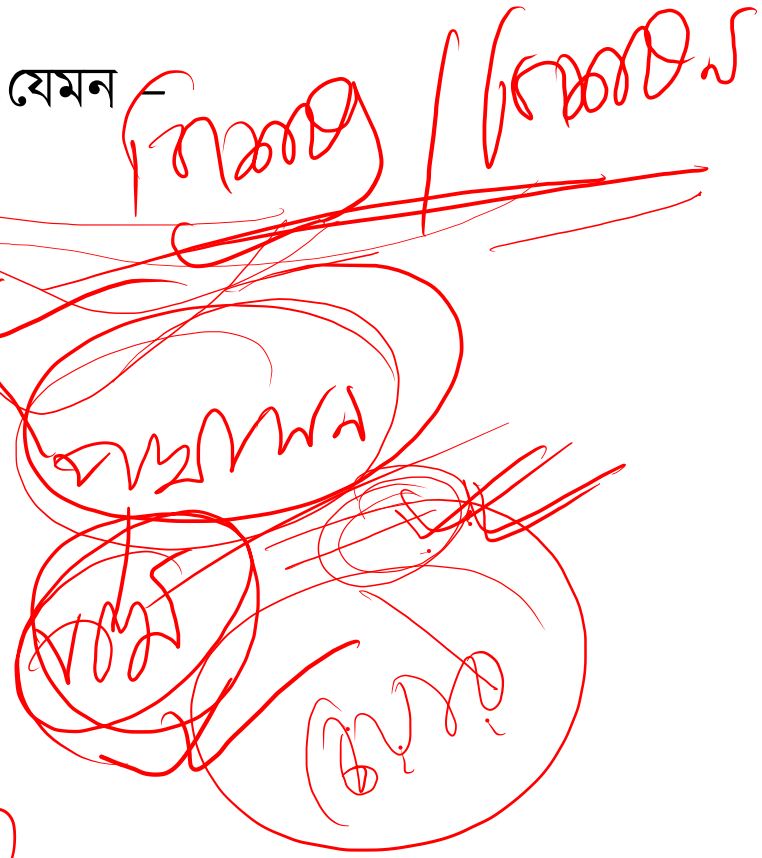

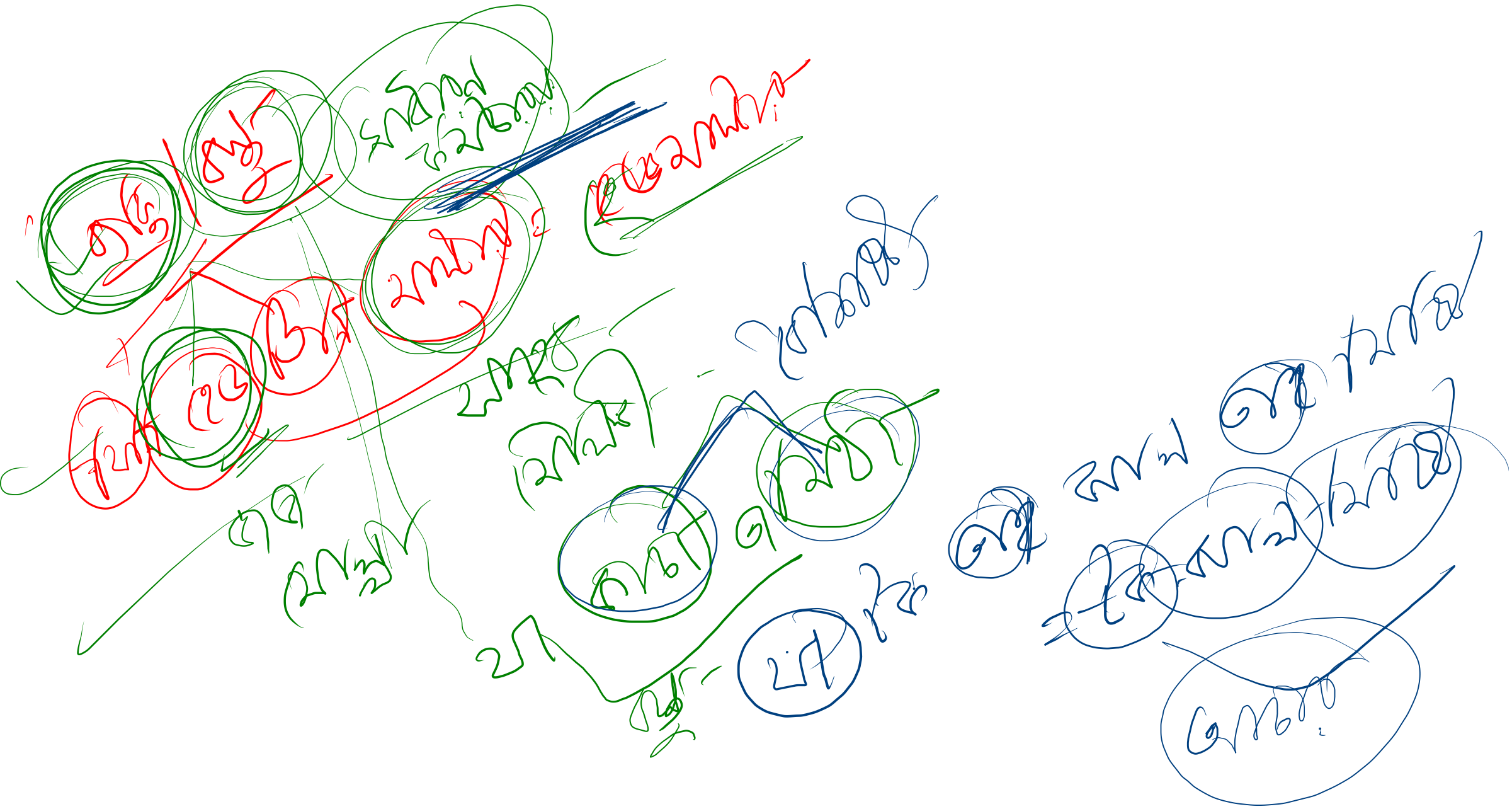

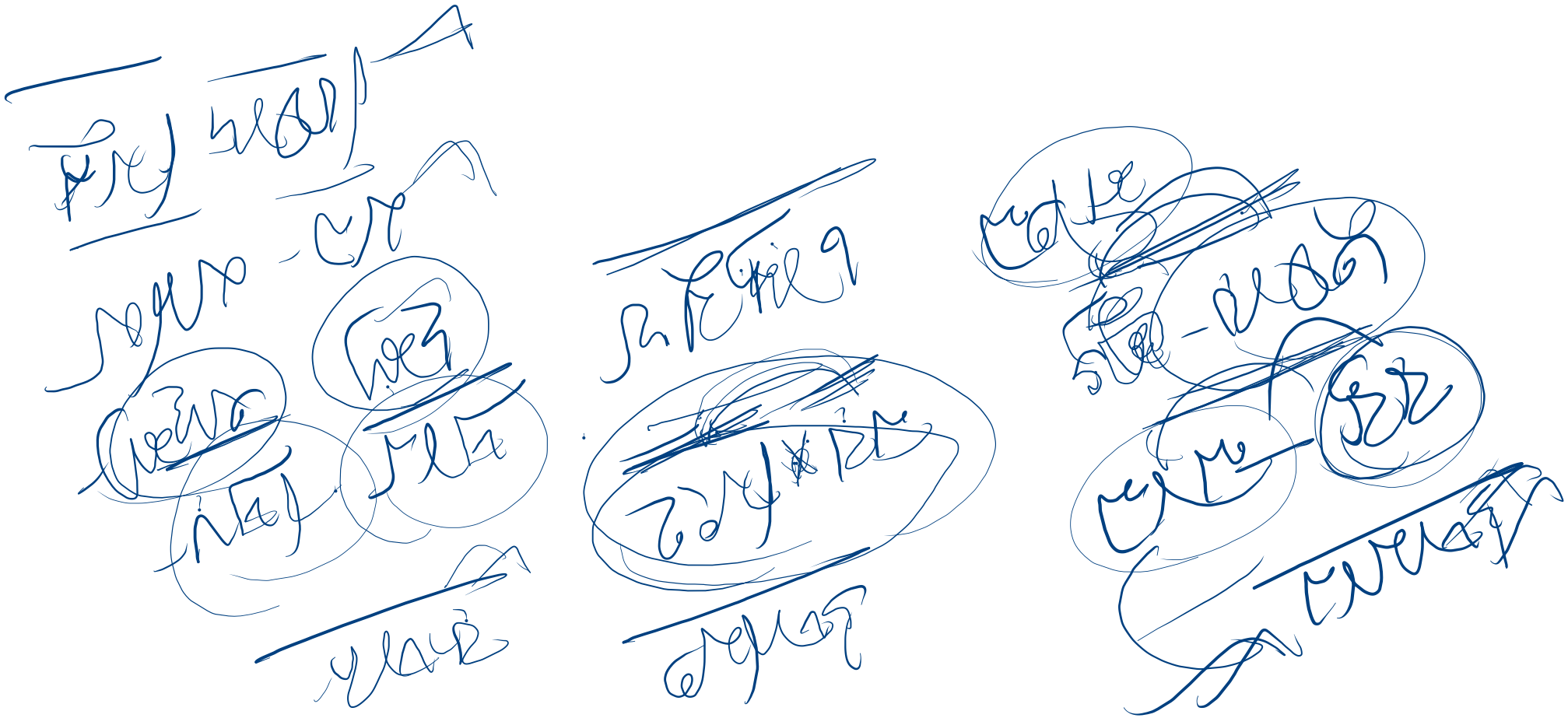

সমাসযোগে শব্দ গঠন

❖ **তৎপুরুষ সমাসঃ** তৎপুরুষ সমাসে ব্যাসবাক্যে পূর্বপদের বিভক্তি সমস্ত পদে গিয়ে লোপ পায় এবং **পরপদের অর্থের** প্রাধান্য থাকে। **যেমন–**

- নভেলকে পড়া = নভেলপড়া
- মধু দ্বারা মাখা = মধুমাখা
- বাসরের জন্য ঘর = বাসরঘর

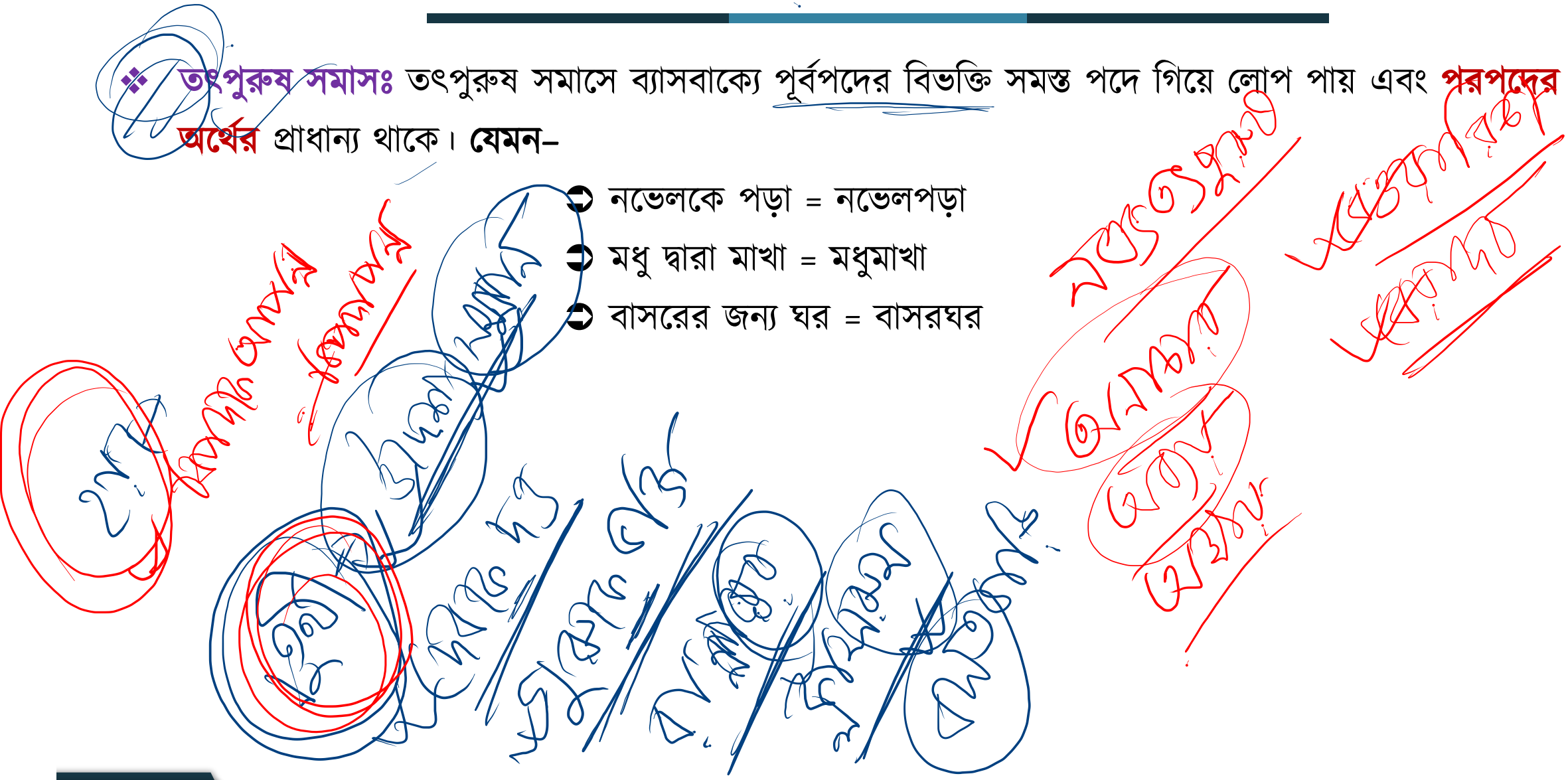

সমাসযোগে শব্দ গঠন

❖ **দ্বিগু সমাসঃ** দ্বিগু সমাসে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক হয় এবং **পরপদের অর্থের** প্রাধান্য থাকে। দ্বিগু সমাসে সমস্তপদটি সাধারণত বিশেষ্য হয়। **যেমন–**

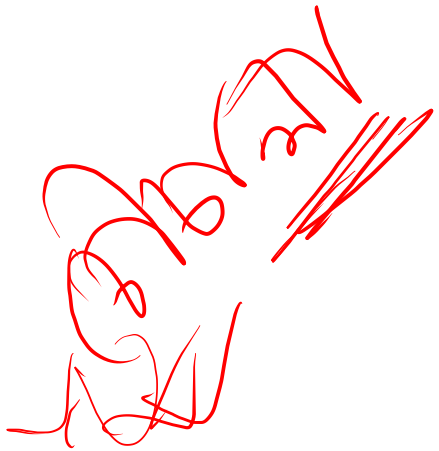

➲ শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী

➲ পঞ্চবটের সমাহার = পঞ্চবটী

➲ চৌ রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা

সমাসযোগে শব্দ গঠন

❖ **অব্যয়ীভাব সমাসঃ** অব্যয়ীভাব সমাসে পূর্বপদটি অব্যয় হয় এবং **অব্যয়ের অর্থই** প্রধান থাকে। যেমন –

➲ কূলের সমীপে = উপকূল

➲ জেলার ক্ষুদ্র = উপজেলা

➲ বনের সদৃশ = উপবন

সমাসযোগে শব্দ গঠন

❖ **বহুব্রীহি সমাসঃ** বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ কোন পদেরই অর্থের প্রাধান্য থাকে না। অর্থটি তৃতীয় কোন পদে নিহিত থাকে। **যেমন–**

➲ নীল কণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ

➲ বীণাপাণিতে যার = বীণাপাণি

➲ আশীতে বিষ যার = আশীবিষ

সন্ধিযোগে শব্দ গঠন

বাংলা স্বরসন্ধির দ্বারা

- ✓ শত + এক = শতেক
- ✓ শাঁখা + আরি = শাঁখারি
- ✓ মিথ্যা + উক = মিথ্যুক

বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধির দ্বারা

- ✓ ছোট + দা = ছোড়দা
- ✓ দুর্ + ছাই = দুচ্ছাই
- ✓ নাত + জামাই = নাজ্জামাই

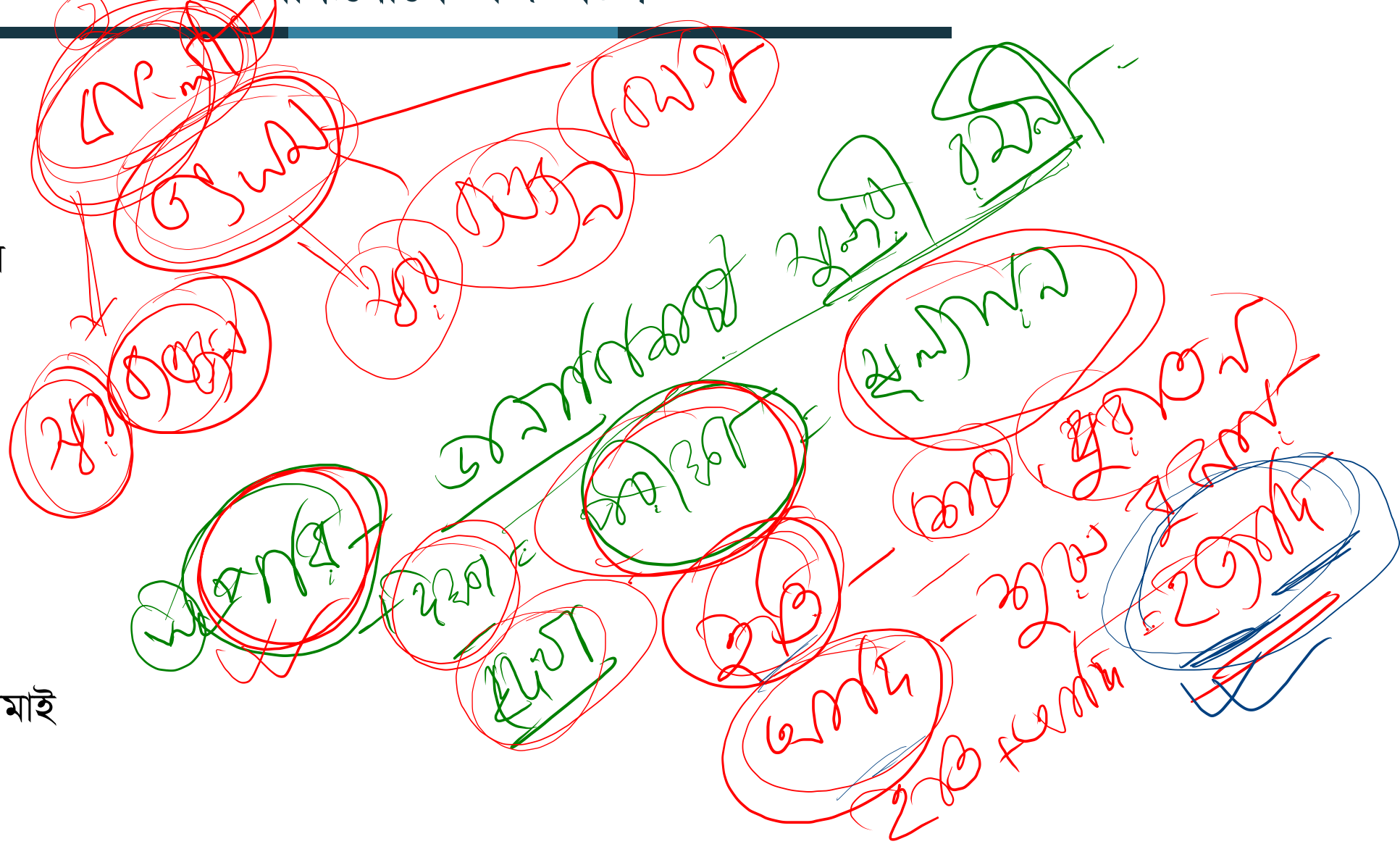

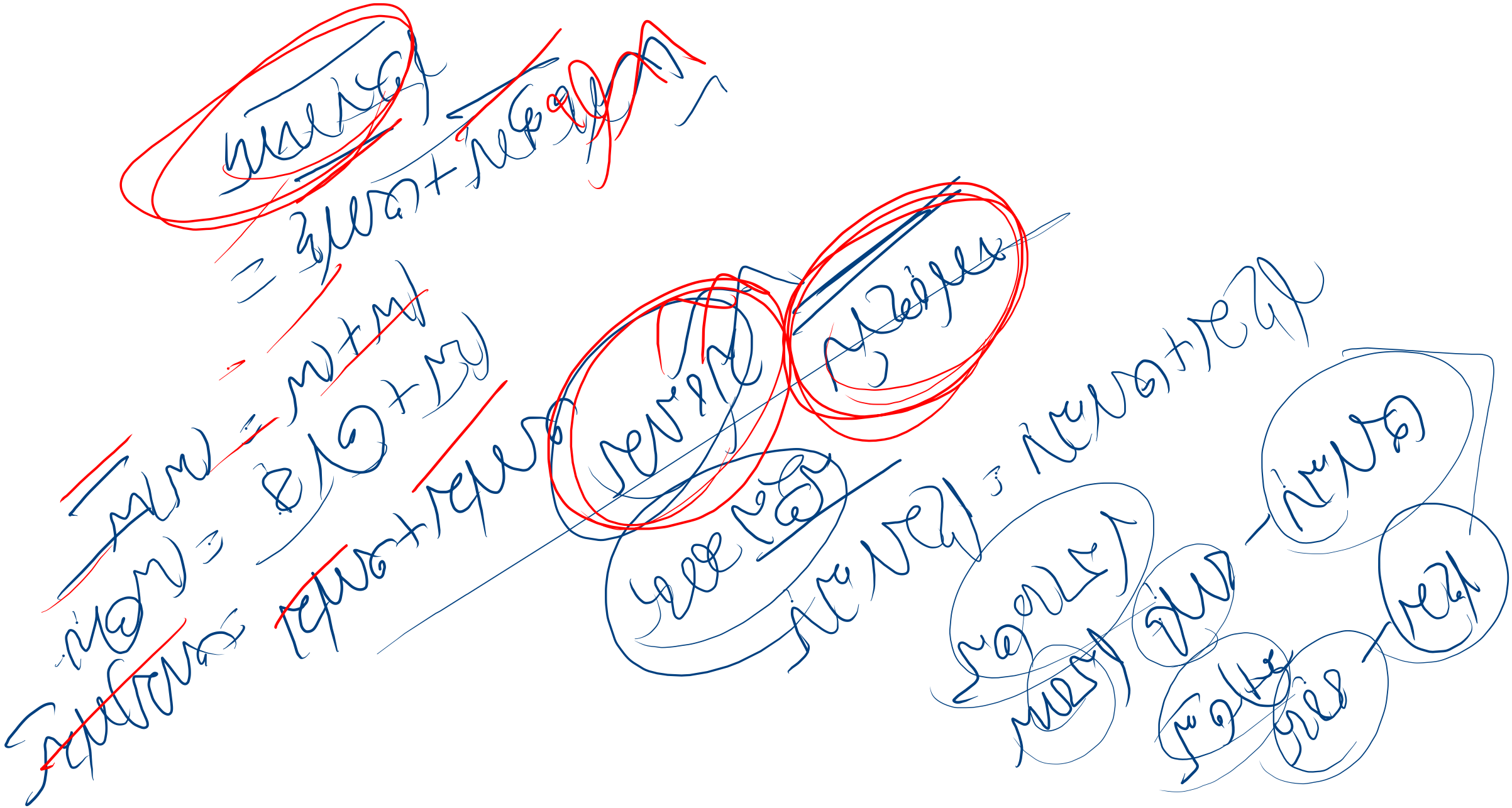

[illegible]

সন্ধিযোগে শব্দ গঠন

তৎসম সন্ধির মাধ্যমে শব্দগঠন

তৎসম স্বর সন্ধি দ্বারা

- ✓ নর+অধম = নরাধম
- ✓ হিম + আলয় = হিমালয়
- ✓ বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়

তৎসম ব্যঞ্জন সন্ধি দ্বারা

- ✓ সৎ + চিন্তা = সচ্চিন্তা
- ✓ বিপদ + চয় = বিপচ্চয়
- ✓ বাক্ + দান = বাগদান

তৎসম বিসর্গ সন্ধি দ্বারা

- ✓ নিঃ + চয় = নিশ্চয়
- ✓ শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ
- ✓ মনঃ + কষ্ট, = মনঃকষ্ট

পদ প্রকরণ

সাধারণভাবে পদ প্রধানত দুই প্রকার: সব্যয় পদ ও অব্যয় পদ।

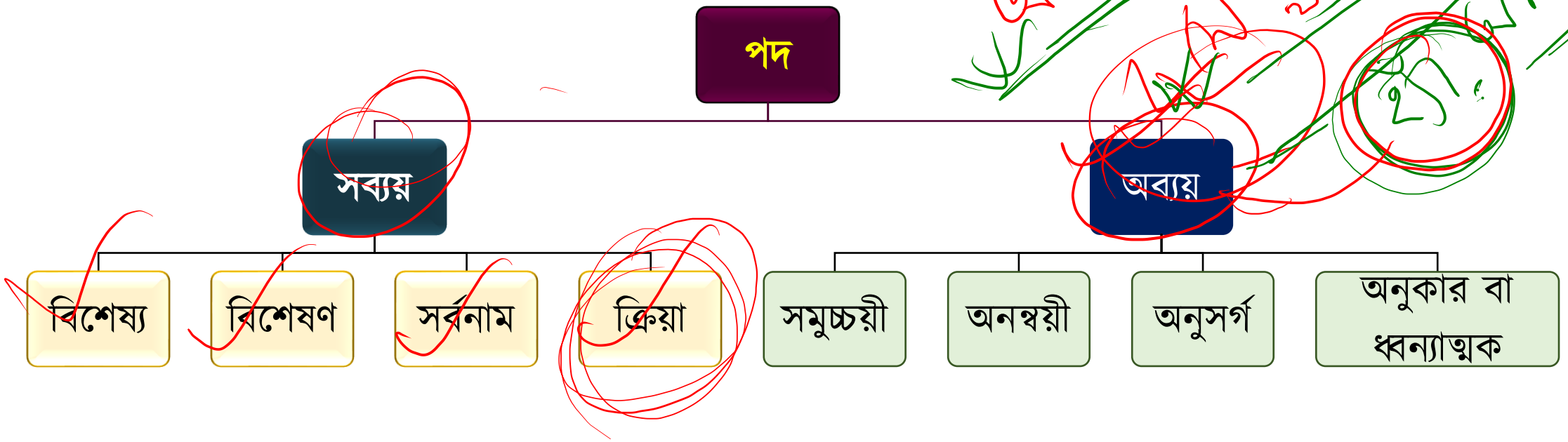

পদ প্রকরণ

তুখোড় বিজ্ঞানীরা মানুষের জীবনকে সহজ ও আরামদায়ক করার জন্য অসংখ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছেন এবং তাঁরা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আলোচ্য বাক্যটিতে–

১. বিশেষ্য	বিজ্ঞানী, মানুষ, জীবন, প্রযুক্তি, গবেষণা।
২. বিশেষণ	তুখোড়, সহজ, আরামদায়ক, বুদ্ধিবৃত্তিক, অসংখ্য।
৩. সর্বনাম	তাঁরা, তাঁদের।
৪. ক্রিয়া	করা, চালিয়ে যাওয়া (যৌগিক ক্রিয়া), উদ্ভাবন করেছেন (মিশ্র ক্রিয়া)।
৫. অব্যয়	ও, জন্য, এবং।

পদ প্রকরণ

❖ **বিশেষ্য পদ:** বিশেষ্য পদকে ৬ ভাগে ভাগ করা যায়-

(i) সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য (Proper Noun):- আনিস, ঢাকা, হিমালয়, গীতাঞ্জলি ইত্যাদি।

(ii) জাতিবাচক বিশেষ্য (Common Noun):- মানুষ, পাখি, পর্বত, শহর ইত্যাদি।

(iii) বস্তুবাচক বিশেষ্য (Material Noun):- খাতা, কলম, মাটি, চিনি, লবন, পানি ইত্যাদি।

(iv) সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Collective Noun):- সভা, জনতা, সমিতি, মাহফিল, পঞ্চায়েত ইত্যাদি।

(v) ভাববাচক/ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (Verbal Noun): - গমন(যাওয়া কাজ), দর্শন (দেখার কাজ), ভোজন (খাওয়ার কাজ), শয়ন (শোয়ার কাজ)

(vi) গুণবাচক বিশেষ্য (Abstract Noun):- সততা, ভদ্রতা, যৌবন, মধুরতা, তারুণ্য, সুখ ইত্যাদি। সাধারণত গুণবাচক বিশেষ্যের শেষে, তা, ত্ব, য, ইত্যাদি থাকে।

পদ প্রকরণ

❖ বিশেষণ পদ-

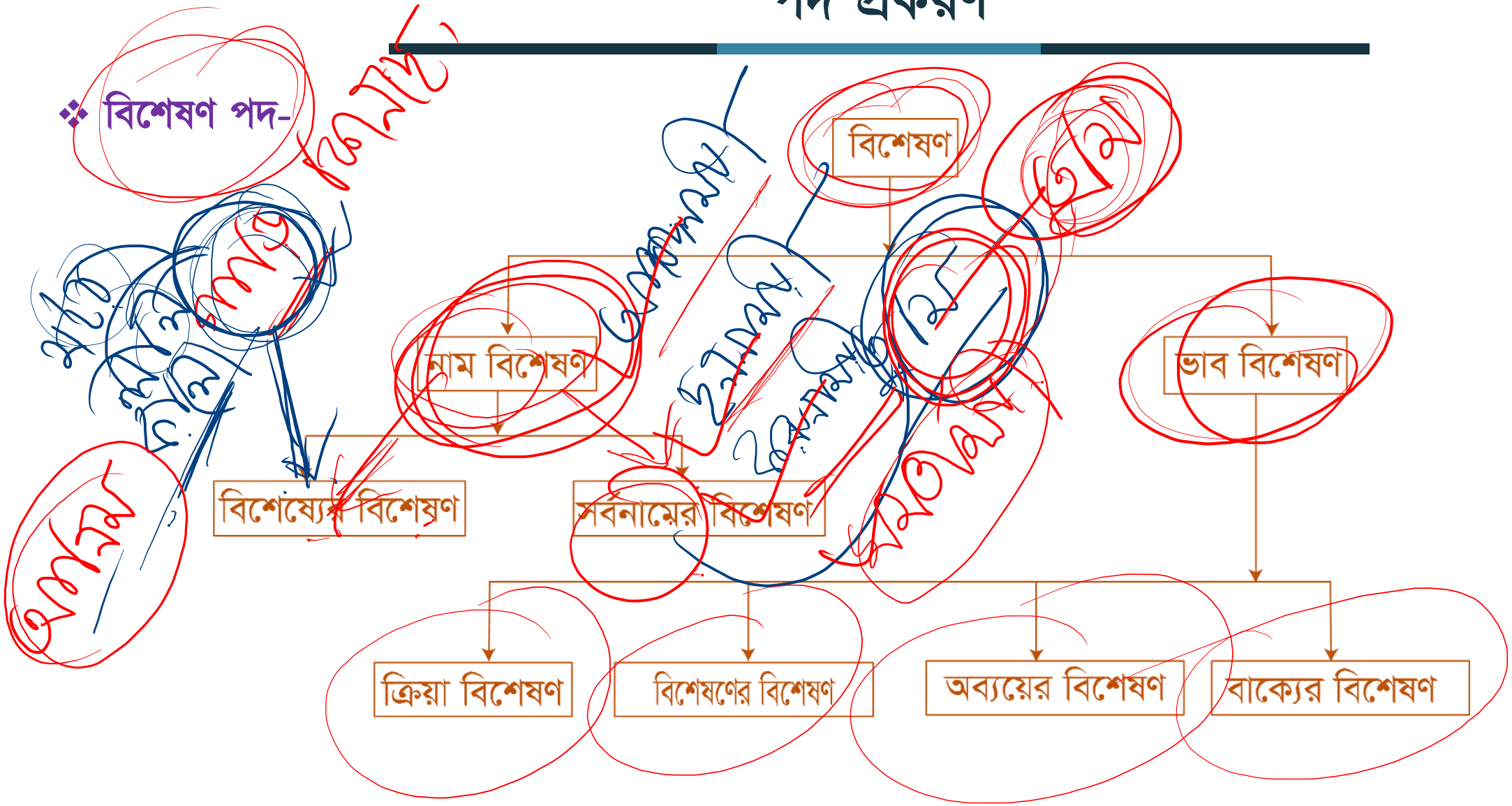

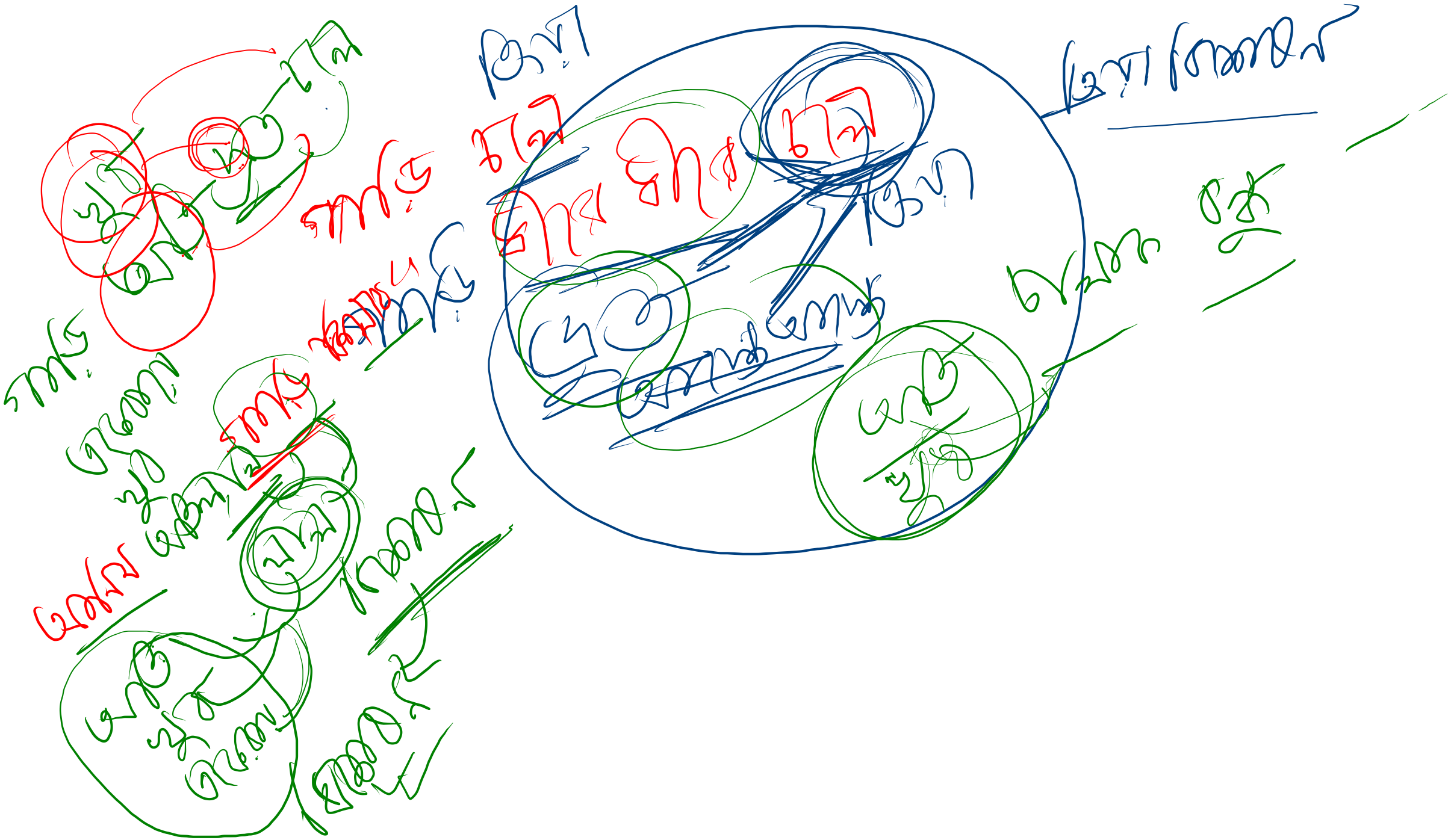

পদ প্রকরণ

ক. রূপবাচক	নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, কাল মেঘ।
খ. গুণবাচক	চৌকস লোক, দক্ষ কারিগর, ঠাণ্ডা হাওয়া।
গ. অবস্থাবাচক	তাজা মাছ, রোগা ছেলে, খোঁড়া পা।
ঘ. সংখ্যাবাচক	হাজার লোক, দশ দশা, শ টাকা।
ঙ. ক্রমবাচক	দশম শ্রেণি, সত্তর পৃষ্ঠা, প্রথমা কন্যা।
চ. পরিমাণবাচক	বিঘাটেক জমি, পাঁচ শতাংশ ভূমি, হাজার টনী জাহাজ, দু কিলোমিটার রাস্তা।
ছ. অংশবাচক	অর্ধেক সম্পত্তি, ষোল আনা দখল, সিকি পথ।
জ. উপাদানবাচক	বেলে মাটি, মেটে কলসী, পাথুরে মূর্তি।
ঝ. প্রশ্নবাচক	কত দূর পথ? কেমন অবস্থা?
ঞ. নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক	এই লোক, সেই ছেলে, ছাব্বিশে মার্চ।

পদ প্রকরণ

- **ক্রিয়া বিশেষণঃ-** ধীরে ধীরে বায়ু বয়, পরে একবার এসো।
- **বিশেষণের বিশেষণঃ-** রকেট অতি দ্রুত চলে, সামান্য একটু দুধ দাও।
- **অব্যয়ের বিশেষণঃ-** ধিক তারে, শত ধিক নির্লজ্জ যে জন।
- **বাক্যের বিশেষণঃ-** সৌভাগ্যক্রমে সে লটারীটা জিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যা জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।
- **বিশেষণের অতিশায়ন (Degree):-**

(i) দুয়ের মধ্যে অতিশায়নঃ- বাঘের চেয়ে সিংহ বলবান।

(ii) সবার মধ্যে অতিশায়নঃ- পশুদের মধ্যে সিংহ সর্বাপেক্ষা বলবান।

⇒ কখনো কখনো ষষ্ঠী-বিভক্তিযুক্ত শব্দে-(র, এর) ষষ্ঠী বিভক্তিই ৫মী- বিভক্তির (হতে, থেকে, চেয়ে) কাজ করে।

যেমন: এ মাটি সোনার বাড়া

অর্থাৎ- এ মাটি সোনার চেয়ে দামী।

পদ প্রকরণ

❖ সর্বনাম পদ

ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক	আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তিনি, ও, ওরা ইত্যাদি।
আত্মবাচক	স্বয়ং, নিজে, আপনি ইত্যাদি
দূরত্ববাচক	ঐ, ঐসব ইত্যাদি।
সামীপ্যবাচক	এ, এই, ইনি, ইহারা ইত্যাদি।
প্রশ্নবাচক	কি, কী, কে, কাহার, কার ইত্যাদি
ব্যতিহারিক	নিজে নিজে, আপনা-আপনি, পরস্পর ইত্যাদি।
সংযোগজ্ঞাপক	যে, যিনি, যাঁরা, যাহারা ইত্যাদি।
অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক	কেউ, কোথাও, কোনো, কিছু ইত্যাদি।
সাকুল্যবাচক	সব, সর্ব, সকল, সমুদয়, তাবৎ ইত্যাদি।
অন্যাদিবাচক	অন্য, পর, অপর ইত্যাদি।

পদ প্রকরণ

❖ অব্যয় পদ-

বাংলা ভাষায় ৩ প্রকার অব্যয় শব্দ রয়েছে। যথা:

(১) বাংলা অব্যয় ⇒ আর, আবার, ও, হ্যাঁ, না।

(২) তৎসম অব্যয় ⇒ যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, বরং, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত।

(৩) বিদেশি অব্যয় ⇒ আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মার্ডার, মারহাবা।

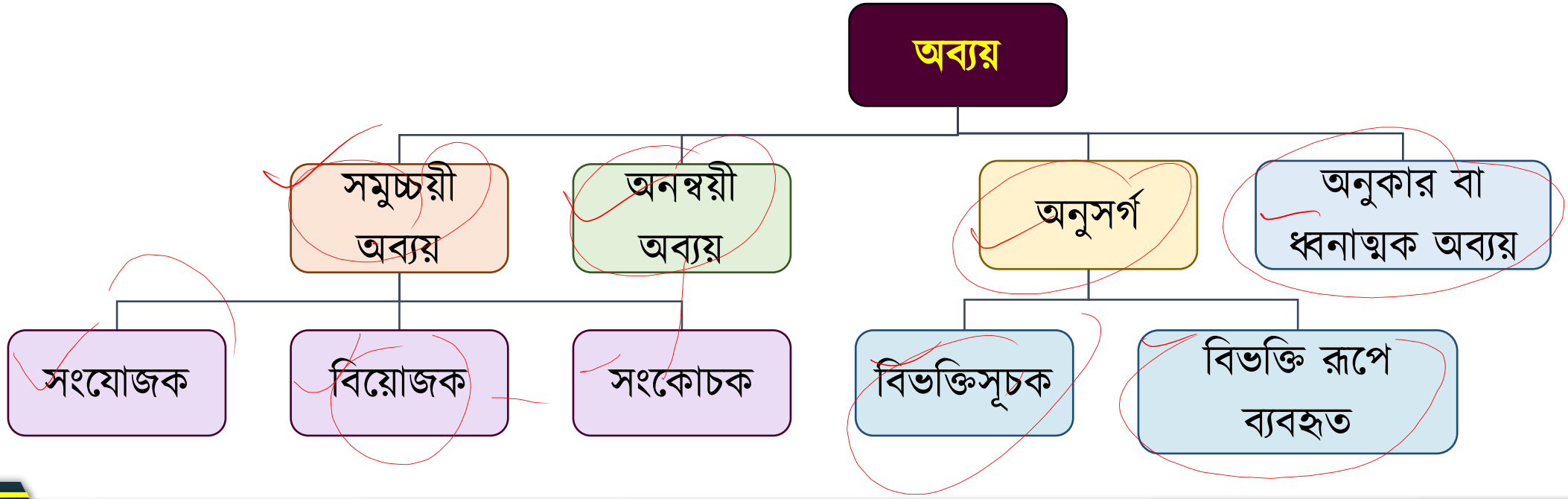

পদ প্রকরণ

(১) **সংযোজক:** ও, এবং, আর, অধিকন্তু, সুতরাং ইত্যাদি সংযোজক অব্যয়। তিনি সৎ, **তাই** সকলে তাকে শ্রদ্ধা করে।

(২) **বিয়োজক:** কিংবা, নতুবা, অথবা, ইত্যাদি বিয়োজক অব্যয়। যেমন- মন্ত্রের সাধন **কিংবা** শরীর পাতন।

(৩) **সংকোচক:** কিন্তু অথচ, বরং ইত্যাদি সংকোচক অব্যয়। যেমন- তিনি বিদ্বান **অথচ** চরিত্রবান নন।

❑ **অনন্বয়ী অব্যয়:**

✓ **মরি মরি!** কী সুন্দর প্রভাতের রূপ!

✓ **হ্যাঁ,** আমি যাব। **না,** আমি যাব না।

✓ **ছি ছি,** তুমি এত নীচ! **কী আপদ!** লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।

পদ প্রকরণ

- **পদান্বয়ী/অনুসর্গ অব্যয়:** দ্বারা, দিয়ে, হতে, চেয়ে ইত্যাদি পদান্বয়ী/অনুসর্গ। যেমন- সুখ **থেকে** স্বস্তি মেলে।

সকলের **তরে** সকলে আমরা ইত্যাদি।

- **অনুকার/ধ্বন্যাত্মক অব্যয়:**

শীতে শরীর **কনকন** করে উঠল।

লোকটি **হনহন** করে বেরিয়ে গেল। ইত্যাদি।

পদ প্রকরণ

ক্রিয়াপদ:

যে পদের দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। বাক্যের অন্তর্গত যে পদ দ্বারা কোনো পুরুষ কর্তৃক নির্দিষ্ট কালে কোনো কার্যের সংঘটন বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

গঠন: ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সাথে পুরুষ অনুযায়ী কালসূচক ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে ক্রিয়াপদ গঠন হয়।

প্রকারভেদ:

(ক) ভাবপ্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়া **দুই** প্রকার। যথা:

১. সমাপিকা ক্রিয়া
২. অসমাপিকা ক্রিয়া।

(১) সমাপিকা ক্রিয়া:

ছেলেরা খেলা করছে।

(২) অসমাপিকা ক্রিয়া:

প্রভাতে সূর্য উঠলে . . . . . .
আমরা হাত-মুখ ধুয়ে . . . . . .

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পদ প্রকরণ

(খ) কর্মের ভিত্তিতে ক্রিয়া ৩ প্রকার। যথা:

(১) **সকর্মক ক্রিয়া:** হামিদ বই পড়ে।

(২) **অকর্মক ক্রিয়া:** মেয়েটি হাসে।

(৩) **দ্বিকর্মক ক্রিয়া:** বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন।

বি.দ্র. দ্বিকর্মক ক্রিয়ার প্রাণিবাচক কর্মকে গৌণকর্ম এবং অপ্রাণিবাচক কর্মকে মুখ্য কর্ম বলে।

প্রযোজক/ণিজন্ত ক্রিয়া: মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

এখানে

- **প্রযোজক কর্তা:** মা
- **প্রযোজ্য কর্তা:** শিশুকে

পদ প্রকরণ

- **যৌগিক ক্রিয়া:** একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন-
  (১) ঘটনাটি **শুনে রাখ।**
  (২) তিনি বলতে লাগলেন।

- **মিশ্র ক্রিয়া:** বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর্ ও হ্, দে পা, যা, কাট্, গা, ছাড়, ধর্, মার্।
  (১) আমরা তাজমহল **দর্শন করলাম।**
  (২) তোমাকে দেখে **প্রীত হলাম,** ইত্যাদি।

- **সমধাতুজ কর্ম:** ক্রিয়া ও কর্ম একই ধাতু থেকে উৎপন্ন।
  বেশ এক **ঘুম ঘুমিয়েছি।**
  আর কত **খেলা খেলবে?**

- **নামধাতু ও নামধাতুর ক্রিয়া:** 'আ' প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়।
  "শিক্ষক ছাত্রকে বেতাচ্ছেন"

পদ প্রকরণ

ক্রিয়ার ভাব ৪ প্রকার-

(i) **নির্দেশক ভাব:** সাধারণ বিবৃতি → আমি বই পড়ি।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় → আপনি কি আসবেন?

(ii) **অনুজ্ঞা ভাব:** আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, উপদেশ ইত্যাদি বোঝাতে।

(iii) **সাপেক্ষ ভাব:** তিনি ফিরে এলে সব কিছুর মীমাংসা হবে।

(iv) **আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব:** বৃষ্টি আসে আসুক। সে যায় যাক। সে হাসে হাসুক।

দ্বিরুক্তির মাধ্যমে শব্দ গঠন

❖ **দ্বিরুক্ত শব্দ:** দ্বিরুক্ত কথাটির অর্থ দু'বার বলা হয়েছে এমন। কোন শব্দ একবার বললে যে অর্থ প্রদান করে দু'বার বললে তার থেকে আলাদা অর্থ প্রদান করে। দ্বিরুক্ত শব্দের মাধ্যমেও **নতুন অর্থবোধক শব্দ** তৈরী হতে পারে।

❖ দ্বিরুক্তি প্রধানত **৩ প্রকার**। **যথা–**

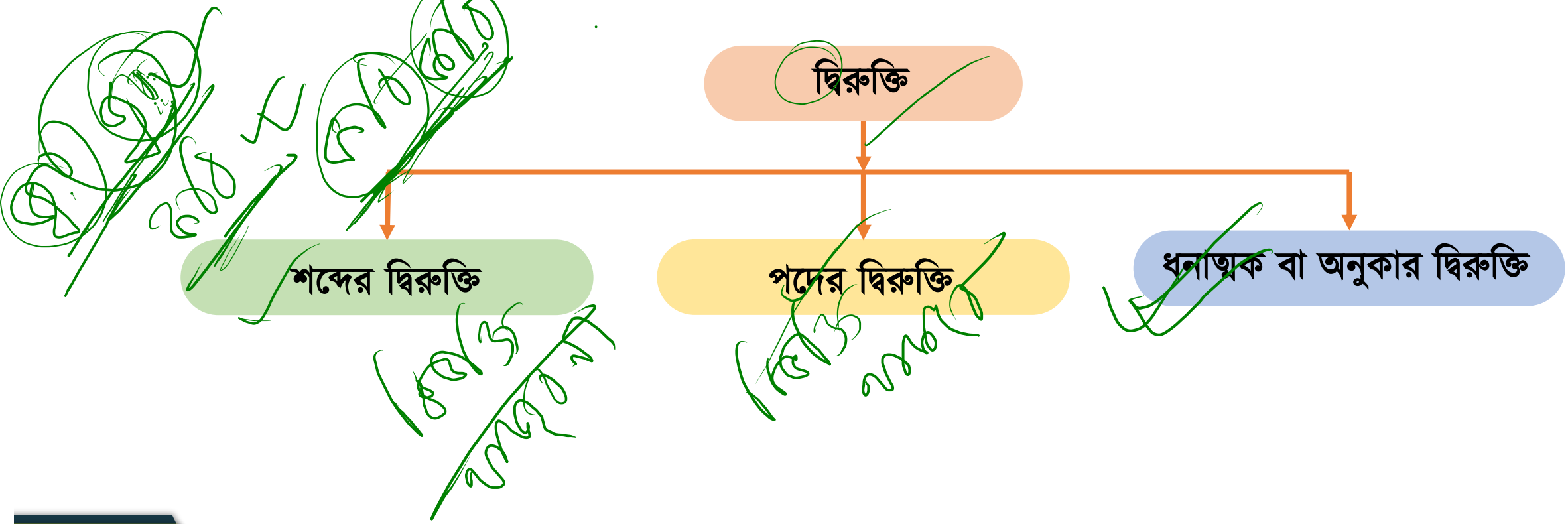

দ্বিরুক্তির মাধ্যমে শব্দ গঠন

১। **শব্দের দ্বিরুক্তিঃ** সাধারণত **বিভক্তিহীন** শব্দের দ্বিরুক্তি এটি। উদাহরণ গুলো লক্ষ করুন –

- লাল লাল ফুল।
- **বড় বড়** আম।
- ছোট ছোট ডাল কেটে ফেল।

২। **পদের দ্বিরুক্তিঃ** বিভক্তি যুক্ত শব্দকে পদ বলে। তাই বিভক্তি যুক্ত **শব্দের দ্বিরুক্তিই** পদের দ্বিরুক্তি। উদাহরণ লক্ষ করুন –

- **ঘরে ঘরে** নবান্নের উৎসব হচ্ছে।
- দেশে দেশে ধন্য ধন্য করতে লাগল।

৩। **ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার দ্বিরুক্তিঃ** ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার অব্যয় **পদের দ্বিরুক্তিকেই** ধ্বন্যাত্নক বা অনুকার দ্বিরুক্তি বলে। যেমন –

- মাছি ভন ভন করছে
- রোদের কিরণ লেগে করে **ঝিকিমিকি**।

✪ **বাগ্‌ধারায়ও দ্বিরুক্তি** প্রয়োগ হতে পারে। **যেমন** –

- ছেলেটিকে **চোখে চোখে** রেখ।
- লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান।

~~[illegible]~~

মিশ্রণ অনুসারে — উপাদান [illegible] মিশ্রিত

* ~~[illegible]~~ — [illegible] ২

* [illegible] [illegible]

* [illegible] — [illegible], [illegible]

* [illegible] — [illegible] [illegible]

* [illegible] — [illegible]

* [illegible] — [illegible] [illegible]

পদাশ্রিত নির্দেশকের মাধ্যমে শব্দ গঠন

❖ **পদাশ্রিত নির্দেশক:** কয়েকটি অব্যয় বা প্রত্যয় কোনো না কোনো পদের আশ্রয়ে বা পরে সংযুক্ত হয়ে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে, এগুলোকে পদাশ্রিত অব্যয় বা পদাশ্রিত নির্দেশক বলে। বাংলায় নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক প্রত্যয় ইংরেজি Definite Article 'The' – এর স্থানীয়। **বচনভেদে** পদাশ্রিত নির্দেশকেরও **বিভিন্নতা** প্রযুক্ত হয়।

(ক) **একবচনে-** টা, টি, খানা, খানি, গাছা, গাছি ইত্যাদি নির্দেশক ব্যবহৃত হয়।

➲ **যেমন–** টাকাটা, বাড়িটা, কাপড়খানা, **বইখানি,** লাঠিগাছা, **চুড়িগাছি** ইত্যাদি।

(খ) **বহুবচনে-** গুলি, গুলা, গুলো, গুলিন প্রভৃতি নির্দেশক প্রত্যয় সংযুক্ত হয়।

➲ **যেমন–** মানুষগুলি, লোকগুলো, আমগুলো, **পটলগুলিন** ইত্যাদি।

বচনের মাধ্যমে শব্দ গঠন

❖ **বচন:** 'বচন' ব্যাকরণের একটি **পারিভাষিক শব্দ**। এর অর্থ সংখ্যার ধারণা। ব্যাকরণে বিশেষ্য বা সর্বনামের সংখ্যাগত ধারণা প্রকাশের উপায়কে বলে বচন। বাংলা ভাষায় বচন **দুই** প্রকার:

(ক) **একবচন** ও

(খ) **বহুবচন**

(ক) **একবচন**: যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একটিমাত্র সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে একবচন বলে।

➲ **যেমন–** **সে এলো** । মেয়েটি স্কুলে যায়নি।

(খ) **বহুবচন**: যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একের অধিক অর্থাৎ বহু সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে বহু বচন বলে ।

➲ **যেমন–** তারা গেল। **মেয়েরা** এখনও আসেনি।

বিগত বছরের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নাবলি

- শব্দগঠন কী? বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের পাঁচটি প্রক্রিয়া উদাহরণসহ লিখুন। [৪৪তম বিসিএস]
- শব্দগঠন বলতে কী বোঝায়? কী কী প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ লিখুন। [৪০তম বিসিএস]
- দৃষ্টান্তসহ দ্বিরুক্ত শব্দের সংজ্ঞার্থ লিখুন। প্রত্যেক প্রকার দ্বিরুক্ত শব্দের দৃষ্টান্তসহ পরিচয় দিন। [৩৭তম বিসিএস]
- অব্যয় পদ কাকে বলে? উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার অব্যয়ের পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন। [৩৭তম বিসিএস]
- সাধিত শব্দ কাকে বলে? সাধিত শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া গুলো উদারেণসহ ব্যাখ্যা করুন। [৩৬তম বিসিএস]
- বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া গুলো কী কী? উদাহরণসহ প্রক্রিয়া গুলো ব্যাখ্যা করুন। [৩৫তম বিসিএস]

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়